জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

নেপবার্তা

অর্ধবার্ষিক প্রকাশনা ▸ ২৪শ বর্ষ ▸ ১ম সংখ্যা ▸ জানুয়ারি ২০২১

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক

উপদেষ্টা
মোঃ ইউসুফ আলী (উপসচিব)
পরিচালক

সম্পাদনা পর্ষদ
মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ
উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ
মনোয়ারা বেগম
বিশেষজ্ঞ
মো. নজরুল ইসলাম
সহকারী বিশেষজ্ঞ
মোহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক
সহকারী বিশেষজ্ঞ
মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) একটি শীর্ষ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নেপ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। 'নেপ বার্তা'র প্রতিবেদনসমূহে এ কার্যক্রমগুলোর প্রতিফলন ঘটে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির ষাণ্মাসিক প্রকাশনা 'নেপ বার্তা' জানুয়ারি ২০২১ প্রকাশিত হলো।

'নেপ বার্তা'র এ সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে ৩৯তম নেপ বোর্ড অব গভর্নরস সভা (ভার্চুয়াল), ২০২০-২০২১ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত সচিব মহোদয়ের যোগদান-পরবর্তী প্রথম নেপ পরিদর্শন বিষয়ক প্রতিবেদন। এতে আছে করোনাকালে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য নেপ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রমের বিষয়ে সংবাদ প্রতিবেদন। এছাড়াও থাকছে একনজরে নেপ প্রশিক্ষণ সংবাদ, নেপ কর্মকর্তাদের যোগদান ও বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালনের সংবাদ।

মুজিববর্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ 'শিশুপ্রেমিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' রচনাটি প্রকাশিত হলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী পালন সংবাদ ও তাঁর স্মরণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে এ সংখ্যায়। এতে আরও সংযোজিত হয়েছে করোনা মহামারিকালে স্বাস্থ্য সচেতনামূলক 'জীবাণুর সাথে যুদ্ধে দেহের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ভূমিকা' শীর্ষক একটি বিশেষ নিবন্ধ।

'নেপ বার্তা' প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি সরকারের শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ জনগণ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সামনে উপস্থাপন করে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে 'নেপ বার্তা' আগামী সংখ্যা থেকে 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' নামে বৃহৎ পরিসরে প্রকাশিত হবে। আগ্রহী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকগণকে প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সচিত্র সংবাদ, প্রবন্ধ ই-মেইলের মাধ্যমে বা ডাকযোগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ আমাদের আগামী প্রকাশনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
E-mail : dgnape@gmail.com

শিশুপ্রেমিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া
ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর
কলাপাড়া, পটুয়াখালী

'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'-এ কথা জানতে পেরেছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি গোলাম মোস্তফা। কিন্তু কারোরই জানা ছিল না ঘুমিয়ে আছে জাতির পিতা ছোট্ট শিশুর অন্তরে। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ মধুমতি নদীর তীরে অবস্থিত গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন ছোট্ট শিশু খোকা। আর এ ছোট্ট অন্তরেই লুকিয়ে ছিলেন বাংলাদেশের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাঙালি জাতির পিতা।

তিনি শৈশব থেকেই ভালোবাসতেন এদেশের মাটি আর মানুষকে। শিশুদের প্রতি ছিল তাঁর সমস্ত হৃদয় জুড়ে অকৃত্রিম ভালোবাসা। শিশুদের জন্য তাঁর দুয়ার ছিল সর্বদা উন্মুক্ত। তাদের সঙ্গে সময় কাটানো, তাদের জন্য কিছু করার আগ্রহ ছিল তাঁর প্রবল।

শিশুদের সাথে বঙ্গবন্ধুর সখ্য ছিল আজন্ম। ছেলেবেলায়ই গাঁয়ের অনেক ছেলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় নিবিড়, হয় বন্ধুত্ব। তিনি প্রায়ই বন্ধুদের বাড়িতে নিয়ে আসতেন এবং একসাথে বসে মায়ের হাতের খাবার খেতেন। বর্ষাকালে স্কুলে যেতে বাবা তাঁকে ছাতা কিনে দিয়েছেন। গরীব বন্ধুর ছাতা নেই দেখে নিজের কথা না ভেবে ছাতাটি তাকে দিয়েছেন। অবসরে তিনি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মেতে উঠতেন আড্ডায়। তখন যে সবচেয়ে ছোট, তাকে তাঁর সবচেয়ে কাছে রাখতেন। অর্থাৎ ছোটদের প্রতি তিনি খুবই বন্ধুবৎসল ছিলেন। ছোটদের প্রতি বঙ্গবন্ধু স্নেহপরায়ণ ছিলেন বলেই কনিষ্ঠপুত্র রাসেলকে তিনি পারিবারিক আলোকচিত্রে সর্বদা কোলে রেখেছেন। খাবার টেবিলে বসাতেন তাঁর পাশে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও নয়নমণি রাসেলকে তিনি রেখেছেন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। এমনকি তিনি খেলা উপভোগ করেছেন পরিবারের ছোট্ট সদস্য রাসেলকে নিয়েই।

বঙ্গবন্ধু যখন শোভাযাত্রা করতেন তাঁর আগে আগে যেত শিশুরা। এতে তিনি বিরক্ত বোধ করেননি বরং উৎসাহ যুগিয়েছেন। রাজনৈতিক সমাবেশে যেসব আগ্রহী শিশুরা তাঁর সাথে হাত মেলানোর জন্য এগিয়ে যেত তিনি শিশুর মতো অমলিন হাসি দিয়ে তাদের বরণ করে নিতেন, হাত মেলাতেন। যখন কোনো ছোট্ট শিশু বঙ্গবন্ধুকে মাল্যদান করেছে সাথে সাথে তিনিও তাকে কোলে তুলে নিয়েছেন আপন মহিমায়। শিশুদের নিকট বঙ্গবন্ধু শিশু হয়ে যেতেন, শিশুদের বন্ধু হয়ে যেতেন। বাংলার রাখাল রাজা, কালের মহানায়ক তাঁর শেষ জন্মদিনের অনুষ্ঠান করতে পেরেছিলেন ১৯৭৫ সালের ১৭ মার্চ। এই জন্মদিনের অনুষ্ঠানে শিশুরা আমন্ত্রিত ছিল, দিয়েছেন গণভবনের দ্বার উন্মুক্ত করে। তাদের বরণ করেছিলেন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের ন্যায়। সেদিন তিনি প্রিয় বন্ধুদের সাথে খেলা করেছেন, পুকুরে মাছ দেখিয়েছেন, গান পরিবেশন করেছেন। আসলে কোনো অনুষ্ঠানে তিনি শিশুদের পেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতেন।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন সফল রাষ্ট্রনায়কের পাশাপাশি শিশুদের নিকট ছিলেন খুবই প্রিয় মানুষ। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন শিশুরা জাতি-ধর্ম, ধনী-গরীবের পার্থক্য করতে জানে না। তাদের হৃদয় যেমন কোমল তেমনি পবিত্র। তাই তিনি যখনই সুযোগ পেতেন শিশুদের সাথে আনন্দে মেতে উঠতেন। বঙ্গবন্ধুর নিকট তাঁর প্রাণপ্রিয় শিশুপুত্র রাসেল ছিল বাংলাদেশের সকল শিশুর প্রতীক। তিনি তাঁর প্রিয়তম শিশুপুত্র রাসেলকে যেমন মুহূর্তের জন্য হাতছাড়া করেননি তেমনি বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুকে তিনি সর্বদা ভালোবাসায় আগলে রাখতে চেয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ গড়তে হলে শিশুদেরও গড়তে হবে। ওদের ভেতর দেশপ্রেম জাগাতে হবে, সুশিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ গড়তে হবে। অন্যথায় কষ্টার্জিত স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়বে। প্রিয় নেতা তাঁর এই উপলব্ধি থেকেই শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করেন। গঠন করেন ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন। ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অর্ডিন্যান্স জারি করেন। ১৯৭৩ সালের ১১ হাজারের অধিক নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করেন, ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন। ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৪২জন শিক্ষকের পদ সরকারি করেন। বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, খাতা, গুড়ো দুধ ও বিস্কুটের ব্যবস্থা করেন।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণের জন্য "The Primary Schools (taking Over) Act 1974" প্রণয়ন করেন। এরপর প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধিত হয়। তিনি উপলব্ধি করেন শিশুদের রক্ষার জন্য পূর্ণাঙ্গ আইন তৈরি করতে হবে। আর তাই বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ২২ জুন জাতীয় শিশু আইন (চিলড্রেন অ্যাক্ট) প্রণয়ন করেন। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, আজকের শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। আগামী দিনে দেশগড়ার নেতৃত্বে দিবে তারাই। তাই তিনি চাইতেন শিশুরা পড়বে, খেলবে, হাসবে, গান করবে, ছবি আঁকবে। তারা শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে বাঁচবে। শিশুরা হেসে-খেলে বড় হবে। সোনার বাংলার সুন্দর আগামীর সুনাগরিক হবে।

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট, ফাইল ছবি।

নেপ বোর্ড অব গভর্নরস সভার সিদ্ধান্ত

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) বোর্ড অব গভর্নরস-এর ৩৯তম সভা গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ রবিবার বিকেল ২:৩০টায় ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম, চেয়ারম্যান, নেপ বোর্ড অব গভর্নরস এবং সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
উক্ত সভায় বোর্ড অব গভর্নরস-এর সদস্য সচিব ও নেপ-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলমসহ সম্মানিত সদস্যগণ সংযুক্ত ছিলেন। সভায় ১০টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এবং আলোচনা শেষে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রমকে আরও ফলপ্রসূ করা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তের মধ্যে আছে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর প্রবিধানমালা চূড়ান্ত অনুমোদনের পর NAPE Strategic Development Plan (NSDP)-এ মেডিকেল অফিসার ও স্বাস্থ্য-সহকারীসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জনবল অন্তর্ভুক্ত করে নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাব উত্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের জন্য অন্তর্বর্তীকালে নেপ মহাপরিচালক প্রয়োজনমাফিক ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

নেপ-এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মাঠপর্যায়ে কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ চাহিদা (রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায়) নিরূপণপূর্বক প্রশিক্ষণের শিরোনাম, প্রশিক্ষণার্থীর ক্যাটাগরি, ব্যাচ সংখ্যা, প্রশিক্ষণের সময়কাল, প্রশিক্ষণের পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষণের তালিকা আগামী ১০ কর্মদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক, নেপ বরাবর প্রেরণ করবেন। ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) ২০২০-২০২১ সেশনের চূড়ান্ত মূল্যায়ন এবং ৪র্থ টার্মের কার্যক্রম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয় যে, চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণের বিষয়ে মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। NAPE Strategic Development Plan (NSDP) বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় যে, NSDP বাস্তবায়নের জন্য পিইডিপি ৪-এর আসন্ন MTR (Mid Term Review)-এ প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও মহাপরিচালক, নেপ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। NSDP বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া মনিটরিং করার জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি করা হয়। ডিসেম্বর ২০২১ শিক্ষাবর্ষে সি-ইন-এড কোর্সে ভর্তি প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত হয় যে, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২১ শিক্ষাবর্ষে সি-ইন-এড কোর্সে ভর্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। এছাড়া বিবিধ আলোচনায় 'নেপ বার্তা'র নাম পরিবর্তন করে 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' নামে প্রকাশ করার অনুমোদন প্রদান করা হয়, এটি হবে একটি ষাণ্মাসিক প্রকাশনা।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, ফলাফলধর্মী কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদান এবং কার্যক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে সরকারি অফিসসমূহে 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' প্রবর্তন করে। সেই থেকে প্রতিবারের ন্যায় গত ২৮ জুলাই ২০২০ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেনের সঙ্গে নেপ-এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক, নেপ-এর সাথে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বিএনএফই'র মহাপরিচালক, সিপিইএমইইউ-এর মহাপরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের পরিচালকসহ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সম্মানিত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি।

উক্ত এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি মহোদয়ের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিনিময় করছেন প্রাগম সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন ও নেপ মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর শেষে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি ও মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তরসমূহের প্রধানগণ

'ভার্চুয়াল মিটিং ম্যানেজমেন্ট ফর নেপ পার্সনেল' শীর্ষক অনলাইন প্রশিক্ষণ

করোনা মহামারিতে স্থবির সকল ধরনের অফিসিয়াল কার্যক্রম। সেই স্থবিরতাকে সচল করার জন্য অনলাইন অফিস ব্যবস্থাপনা জরুরি হয়ে পড়েছে। করোনার পূর্বে অনলাইন মিটিংয়ে অংশগ্রহণ ও পরিচালনা বিষয়ক দক্ষতা অধিকাংশ কর্মকর্তার না থাকায় সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নেপ মহাপরিচালক নির্দেশনা প্রদান করেন। সেই নির্দেশনা মোতাবেক ভার্চুয়াল মিটিং ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে নেপ-এর সকল কর্মকর্তাকে অনলাইনে দুদিন করে দুই ব্যাচে মোট চারদিন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মোট অংশগ্রহণকারী ছিলেন ৪৬ জন নেপ কর্মকর্তা।

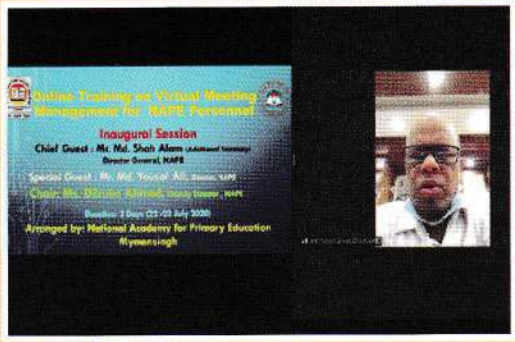

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন নেপ মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম

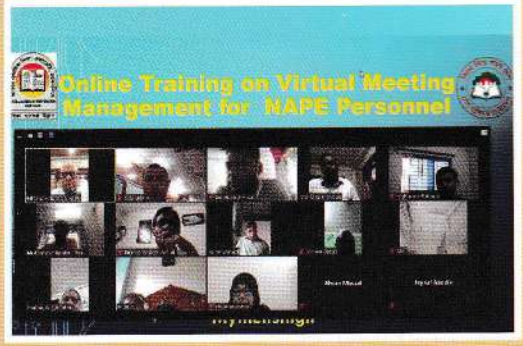

ভার্চুয়াল মিটিং ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারীগণ

দুই ব্যাচ প্রশিক্ষণ যথাক্রমে প্রথম ব্যাচ ২২-২৩ জুলাই এবং দ্বিতীয় ব্যাচ ২৮-২৯ জুলাই, ২০২০ তারিখ আয়োজন করা হয়। "ভার্চুয়াল মিটিং ম্যানেজমেন্ট ফর নেপ পার্সনেল" শীর্ষক অনলাইন ট্রেনিং আনুষ্ঠানিকভাবে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও নেপ মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নেপ-এর পরিচালক জনাব মোঃ ইউসুফ আলী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নেপ-এর উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব দিলরুবা আহমেদ। পাঁচজন প্রশিক্ষক দুই (০২) দিনব্যাপী 'ভার্চুয়াল মিটিং ম্যানেজমেন্ট ফর নেপ পার্সনেল' শীর্ষক অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। কোর্সের বিষয়বস্তু ছিল দাপ্তরিক কার্যক্রম কার্যকরভাবে সম্পাদনের জন্য- ফেইসবুক ম্যাসেঞ্জার পরিচালনা, জুম ও গুগল মিট ব্যবহার, অনলাইন প্রশিক্ষণ পরিচালনা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সরকারি নির্দেশনা ইত্যাদি। কোর্সটিতে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন নেপ-এর প্রোগ্রামার জনাব দিলীপ কুমার সরকার এবং সহকারী বিশেষজ্ঞ জনাব সাইফুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন, জনাব মাহমুদুল হাসান, এবং জনাব মাহবুবুর রহমান।

পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের অফিস এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) একটি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। গবেষণার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা এর অন্যতম কাজ। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুদক্ষ করে তোলা প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম উদ্দেশ্য। সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণকে (চলতি দায়িত্ব) অফিস এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি ২৩-২৭ আগস্ট, ২০২০ অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করে। অনলাইনে আয়োজিত পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ৪০জন পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এবং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন। উভয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও

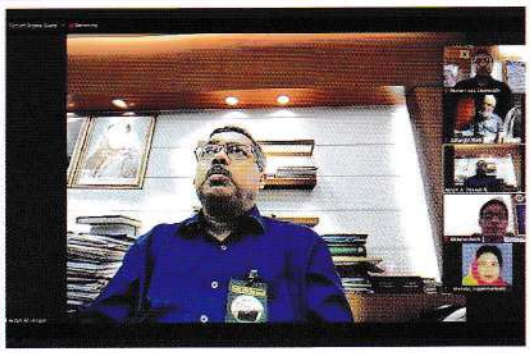

সমাপনী অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হয়ে বক্তৃতা প্রদান করছেন জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম। সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন বলেন- "প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন করতে হলে বঙ্গবন্ধু যেভাবে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেভাবেই স্বপ্ন দেখতে হবে। সবাইকে মোটিভেশন দিয়ে টিম বিল্ডিং-এর মাধ্যমে কাজ করতে হবে। সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। আর এসব কাজের জন্য প্রয়োজন সময়ের সদ্ব্যবহার করা"। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন খুলনা পিটিআই-এর সুপারিনটেনডেন্ট (চলতি দায়িত্ব) জনাব সৈয়দা ফেরদৌসী বেগম এবং পটিয়া পিটিআই-এর সুপারিনটেনডেন্ট (চলতি দায়িত্ব) জনাব তপন কুমার দাস। কোর্সে পিটিআই ব্যবস্থাপনা, অনলাইন ক্লাস ব্যবস্থাপনা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে সমন্বয় সাধন কৌশল, ডিপিএড প্রশিক্ষণার্থী মোটিভেশন, অফিস ব্যবস্থাপনা, ই-নথি ব্যবস্থাপনা, নথি ব্যবস্থাপনা, ছুটিবিধি, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সুশাসন ও নেতৃত্ব, ইনোভেশন এবং এপিএ, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮, পিপিআর-২০০৮ ও আর্থিক বিধি-বিধানসমূহ, এসিআর লিখন, আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য, সরকারি চিঠিপত্র লিখন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ক অধিবেশন পরিচালিত হয়। কোর্সটিতে কোর্স পরিচালক ছিলেন জনাব রঙ্গলাল রায়, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ এবং কোর্স সমন্বয়ক ছিলেন জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান ও জনাব মাহবুবুর রহমান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ।

উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ

উদ্বোধনী অধিবেশনে সংযুক্ত অতিথিবৃন্দ এবং প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

প্রশিক্ষণ সদা দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীকে কর্মচঞ্চল করে তোলে। গুণগত ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে তদারকি ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ (ইউইও)। তাদের অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আপডেট থাকা একান্ত জরুরি। সেই চিন্তাকে বিবেচনায় রেখে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি তাদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। পদোন্নতিপ্রাপ্ত উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স (২৪-২৯ অক্টোবর ২০২০)-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত ছিলেন জনাব আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ শাহ আলম, (অতিরিক্ত সচিব) মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি। কোর্সটিতে ২ ব্যাচে ৩০জন করে মোট ৬০জন উপজেলা শিক্ষা অফিসার অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে অফিস ব্যবস্থাপনা, ই-নথি ব্যবস্থাপনা, নথি ব্যবস্থাপনা, ছুটিবিধি, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সুশাসন ও নেতৃত্ব, ইনোভেশন এবং এপিএ, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮, পিপিআর-২০০৮ ও আর্থিক বিধিবিধানসমূহ, এসিআর লিখন, আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য, সরকারি চিঠিপত্র লিখন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে অধিবেশন পরিচালিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন জনাব সিলভিয়া খান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, দিনাজপুর এবং জনাব তাজুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, শরীয়তপুর।

নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষকগণের ওরিয়েন্টেশন কোর্স

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সভাপতি ও অন্যান্য

কোর্সের সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করছেন নেপ পরিচালক মোঃ ইউসুফ আলী

বর্তমান সরকার সকলের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দেশের মাঠপর্যায়ের শিক্ষকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে সুশৃঙ্খল ও গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ও একাডেমিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা। মাঠপর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বর্তমান শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ বাস্তবতার আলোকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি ২০১৮ সাল থেকে পিএসসি কর্তৃক নির্বাচিত নন-ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণের জন্য পনেরো (১৫) দিনব্যাপী 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ কোর্স' আয়োজন করে আসছে এবং ইতিমধ্যে ৮টি ব্যাচে মোট ৩২০জন প্রধান শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই অর্থবছরে গত ০৭ নভেম্বর হতে ২১ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৪০জন প্রধান শিক্ষকের জন্য ১৫ দিনব্যাপী একটি কোর্সের আয়োজন করা হয়। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি আয়োজিত উক্ত কোর্সের উদ্বোধন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নেপ মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম, অতিরিক্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ জোবায়েদুর রহমান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; অধ্যাপক ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান, সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড; জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, ময়মনসিংহ; জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, পরিচালক (উপসচিব), নেপ প্রমুখ। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের মূল উদ্দেশ্য ছিল:

পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা, একাডেমিক সুপারভিশন সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান ও বাস্তবায়ন, কর্মক্ষেত্রে গতিশীলতার জন্য আইসিটির কার্যকর ব্যবহার এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার বিভিন্ন কৌশল আয়ত্তকরণ। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু: শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিচিতি, বাংলাদেশের শিক্ষানীতি-২০১০, বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, একীভূত শিক্ষা, একাডেমিক সুপারভিশন, শিখনতত্ত্ব, ব্লুমটেক্সোনমি ও বিভিন্ন শিখনক্ষেত্র অনুযায়ী অভীক্ষা প্রণয়ন যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন ও মূল্যায়ন কৌশল, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল, প্রশাসনে নৈতিকতা ও শিষ্টাচার, সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯, সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯, সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা ২০১৯, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮, অটিজম, নারী ও শিশু পাচার রোধ এবং শিশুদের জন্য নিরাপদ সড়ক ইত্যাদি। সেশনগুলো বিভিন্ন মডিউলের অধীনে পরিচালিত হয়। প্রশিক্ষণে সকল মডিউল শেষে একটি মডিউলভিত্তিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। নেপ-এর অনুষদ সদস্যবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রাজ্ঞ কর্মকর্তাগণ তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে অধিবেশন পরিচালনা করেন। উক্ত ব্যাচের কোর্স পরিচালক ছিলেন জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান কবীর, বিশেষজ্ঞ এবং কোর্স সমন্বয়ক ছিলেন জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন, সহকারী বিশেষজ্ঞ ও মমতাজ বেগম, সহকারী বিশেষজ্ঞ (সংযুক্ত), নেপ। প্রশিক্ষণ কোর্সের মেধাতালিকায় ১ম স্থান অর্জন করে ডিজি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন জনাব বিবি আয়েশা, প্রধান শিক্ষক, দক্ষিণ নিয়াজপুর মকবুল আহমেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দাগনভূঁইয়া, ফেনী।

পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণের বিষয়ভিত্তিক (বাংলা) দক্ষতা ও শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তৈরিতে দেশের ৬৭টি পিটিআই ডিপিএড কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পিটিআই-এ প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে স্বল্পমেয়াদি পেশাগত প্রশিক্ষণ পরিচালনাসহ সামগ্রিক কাজ সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনাকে সাহায্য করা পিটিআই ইনস্ট্রাক্টারগণের পেশাগত ও নৈতিক দায়িত্ব। এই পেশাগত ও নৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও ধ্যান-ধারণাকে সময়োপযোগী করার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে বাংলা বিষয় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। শেখার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। এ কারণে প্রাথমিক স্তরে বাংলা একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন অপরাপর বিষয়ের সফলতা লাভেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এই প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে নেপ বাংলা বিষয়ে ইনস্ট্রাক্টরগণের জন্য এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

অধিবেশনে সংযুক্ত হয়ে নেপ মহাপরিচালক মোঃ শাহ আলম দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছেন

প্রথম ব্যাচ ২৬ নভেম্বর-০৩ ডিসেম্বর, ২০২০ এবং ৫-১২ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে ২য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ছিল - বাংলা শিক্ষাক্রম, প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও ডিপিএড শিক্ষাক্রমের আন্তঃসম্পর্ক, গুণগত প্রশিক্ষণে পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণের ভূমিকা, বাংলা বানানরীতি ও উচ্চারণরীতি, ডিপিএড বাংলা উপস্থাপন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন পদ্ধতি। নেপ-এর তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিগণ ছাড়াও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ তাজুল ইসলামসহ পিটিআই-এর বাংলা বিষয়ে দক্ষ সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট ও ইনস্ট্রাক্টর এই প্রশিক্ষণে তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে অধিবেশন পরিচালনা করেন। কোর্স দুটির উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব) মহাপরিচালক, নেপ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, পরিচালক, নেপ এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মনোয়ারা বেগম, বিশেষজ্ঞ। ব্যাচ দুটিতে ৮০জন প্রশিক্ষণার্থী অনলাইনে সংযুক্ত থেকে প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করেন। কোর্স সমাপনান্তে তাদেরকে নেপ থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। কোর্স সমন্বয়ক হিসেবে ছিলেন প্রথম ব্যাচে জনাব মোহাম্মদ আলফাজ উদ্দিন, বিশেষজ্ঞ, জনাব নাসির উদ্দিন, সহকারী বিশেষজ্ঞ এবং দ্বিতীয় ব্যাচে দায়িত্ব পালন করেছেন জনাব মোঃ মাজাহারুল ইসলাম খান ও জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ।

পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণের বিষয়ভিত্তিক (ইংরেজি) দক্ষতা ও শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ

বর্তমান সরকার মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ের জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যেকোনো বিষয়ের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। মাঠপর্যায়ে পিটিআইগুলো শিক্ষক-শিক্ষা প্রদান করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি ইংরেজি বিষয় ডিপিএড-এ আবশ্যিক কোর্স হিসেবে শিক্ষার্থীদের পড়তে হয়, এবং পিটিআইতে এই ইংরেজি বিষয়ের ক্লাশগুলো পরিচালনা করে থাকেন ইনস্ট্রাক্টরগণ।

প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনারত জেসন এন্ডারসন, ইএলটি বিশেষজ্ঞ, ইউকে

সেশন পরিচালনা করছেন হেন্না কেরামত, শিক্ষা গবেষক, ইউকে

এটি আশা করা যায় যদি পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণ তাদের পেশাগত অনুশীলনে দক্ষ ও ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন, তাহলে শ্রেণিশিক্ষকদের সার্থকভাবে মনিটরিং করতে পারবেন, যা মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এ বাস্তবতার আলোকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি গত ১৩ ডিসেম্বর থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০২০ দুই ব্যাচে মোট ৮০জন ইনস্ট্রাক্টরের জন্য সাতদিনব্যাপী বিষয়ভিত্তিক (ইংরেজি) দক্ষতা ও শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। সাত দিনে মোট ২৬টি অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের ইংরেজি ভাষার চারটি দক্ষতা, ভাষা দক্ষতা অর্জনের কৌশল, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন কৌশল, ইংরেজি উচ্চারণ, মাইক্রো টিচিং, শ্রেণি-ব্যবস্থাপনা, ইংরেজি বিষেয়ের অ্যাকশন রিসার্চ পরিচালনা, Education in New normal situation ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে নেপ-এর অনুষদ সদস্যদের পাশাপাশি বিদেশি অতিথি বক্তা হিসেবে Jason Anderson, ELT Expert, UK; Henna Karamat, UK এবং আবদুল করিম, সহযোগী অধ্যাপক, টিটিসি, ময়মনসিংহ এস.এম. ওয়াহিদুজ্জামান, সহকারী পরিচালক, বিইউপি, ঢাকা; কাজী শহীদ, IELTS Trainer সেশন পরিচালনা করেন। ব্যাচ-১ ও ব্যাচ-২-এ কোর্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব দিলীপ কুমার সরকার, প্রোগ্রামার; ব্যাচ-১ এ কোর্স কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক, জনাব মুহাম্মদ মোখলেছ উদ্দিন, সহকারী বিশেষজ্ঞ, এবং ব্যাচ-২-এ কোর্স কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম ও জনাব মাহবুবুর রহমান, সহকারী বিশেষজ্ঞ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী পালন

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। ইতিহাসের নৃশংস ও মর্মস্পর্শী রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের দিন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী। ১৯৭৫ সালের এই দিনে সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক বিপথগামী সদস্য ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বাসভবনে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। এর মধ্য দিয়ে বাঙালির ইতিহাসে এক কালিমালিপ্ত অধ্যায় সংযোজিত হয়। ১৫ আগস্ট জাতীয়ভাবে শোক দিবস পালিত হয়। এই দিবসে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) নানা কর্মসূচির আয়োজন করে। দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিতে পালিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী 'জাতীয় শোক দিবস, ২০২০'। দিনের শুরুতে সকালে নেপ ক্যাম্পাসে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচি শুরু হয়।

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন

এছাড়াও কর্মসূচির মধ্যে ছিল ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল। এর আগে সকালে নেপ-এর পক্ষ থেকে ময়মনসিংহ সার্কিট হাউস মাঠে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। নেপ মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহ আলম-এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নেপ পরিচালক জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব দিলরুবা আহমেদ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ জনাব মোঃ সুলতান আহমেদ, জনাব মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ, উপপরিচালক (মূল্যায়ন) জনাব এ কে এম মনিরুল হাসান, সহকারী বিশেষজ্ঞ জনাব মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন, সহকারী লাইব্রেরিয়ান জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নেপ-এর সহকারী বিশেষজ্ঞ জনাব নিশাত জাহান জ্যোতি।

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিতে মহান বিজয় দিবস ২০২০ পালিত হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের সূচনা হয়। ১৫ ডিসেম্বর নেপ ক্যাম্পাসে আলোকসজ্জা করা হয়। সকাল ৬টায় উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ ও বিজয় দিবস উদযাপন কমিটির আহবায়ক জনাব সুলতান আহমদের নেতৃত্বে শম্ভুগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বিজয় উদ্‌যাপন কমিটির সদস্যগণ। দিবসের অনুষ্ঠানমালার মধ্যে অন্যতম আয়োজন ছিল ভার্চুয়াল আলোচনা সভা। সভায় 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন' বিষয়ে আলোচনা করা হয়। নেপ মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহ আলম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন নেপ-এর পরিচালক জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব দিলরুবা আহমেদ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ জনাব সুলতান আহমেদ, বিশেষজ্ঞ জনাব মোঃ জহুরুল হক, প্রোগ্রামার জনাব দিলীপ কুমার সরকার, জনাব মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন, সহকারী বিশেষজ্ঞ ও জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী লাইব্রেরিয়ান।

শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রযাত্রা কামনা করে মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান, সহকারী বিশেষজ্ঞ। আলোচনা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন জনাব মনোয়ারা বেগম, বিশেষজ্ঞ ও সদস্য বিজয় দিবস উদ্‌যাপন কমিটি।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে দেশে এক কোটি দেশীয় প্রজাতির গাছ লাগানোর কর্মসূচি গ্রহণ করেন। করোনা পরিস্থিতির কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ১৬ জুলাই থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সুবিধাজনক সময়ে বৃক্ষরোপণ করা হবে বলে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়।

তারই অংশ হিসেবে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব) নেপ ক্যাম্পাসে বৃক্ষ রোপণের মধ্য দিয়ে ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে নেপ-এর পরিচালক জনাব মোঃ ইউসুফ আলী (উপসচিব)সহ একাডেমির উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ, সহকারী বিশেষজ্ঞবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে নেপ ক্যাম্পাসে বৃক্ষ রোপণ করছেন নেপ মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম

পিটিআইসমূহের অনলাইন শ্রেণি কার্যক্রম বিষয়ক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা

করোনার ছোবলে বাংলাদেশসহ বিশ্ব শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। সরকারি ঘোষণার পর ১৭ মার্চ ২০২০ বন্ধ হয় বাংলাদেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের ৬৭টি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই)-এর মাধ্যমে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্সের শিক্ষা কার্যক্রম করোনার কারণে সরাসরি বন্ধ হলেও শুরু হয় অনলাইনভিত্তিক পাঠদান কার্যক্রম। ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের ডিপিএড প্রোগ্রামের দুই শিফটে মোট ১৯৯৩৯জন এবং সি-ইন-এড কোর্সের ২৯৬জন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের প্রশিক্ষণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কোনো সরকারি অর্থ-বরাদ্দ ছাড়াই পিটিআইসমূহের ব্যবস্থাপনায় শুরু হয় অনলাইনে পাঠদান কার্যক্রম। নেপ-এর সার্বিক দিক-নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে ৬৭টি পিটিআইতে শুরু হয় ১ জুলাই, ২০২০ থেকে ডিপিএড ও সি-ইন-এড কোর্সের অনলাইনে লাইভ (ফেইসবুক লাইভ, জুম বা গুগল মিট ব্যবহার করে) পাঠদান কার্যক্রম।

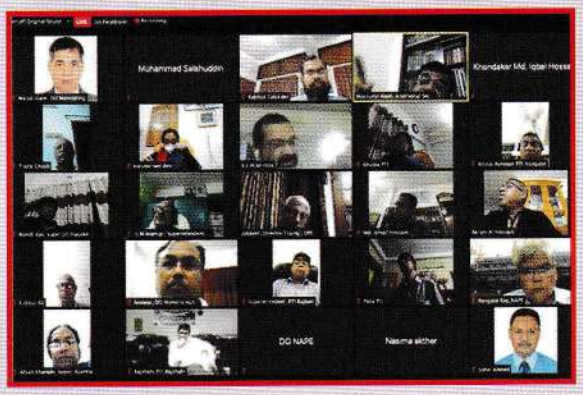

মতবিনিময় সভায় সংযুক্ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও সংশ্লিষ্ট বর্মকর্তাবৃন্দ

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের কারণে পিটিআই সমূহে সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে চলমান কোর্সসমূহের অনলাইন শ্রেণি কার্যক্রম মনিটরিং ও সার্বিক তত্ত্বাবধায়নের জন্য জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর ৩১জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি অনলাইনে বিভিন্ন কনটেন্ট তৈরি করে নেপ-এর ফেইসবুক পেজ, ওয়েবসাইটে ও ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া হয়। পিটিআইসমূহের অনলাইন শ্রেণি কার্যক্রম ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য বিগত ১৭ আগস্ট, ২০২০ সোমবার রাতে এক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা Zoom-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আয়োজিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাথমিক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও নেপ মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম। এই মতবিনিময় সভায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় উপপরিচালক বৃন্দসহ সারাদেশের ৬৭টি পিটিআইয়ের সুপারিনটেনডেন্টগণ ও নেপ-এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে পিটিআইগুলোর করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা অর্জন ও পেশার প্রতি দায়বদ্ধতা বৃদ্ধিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ (ডিপিএড)-কে কীভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিয়েও বিশেষজ্ঞ মতামত উপস্থাপন করা হয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব মহোদয়ের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি পরিদর্শন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম মন্ত্রণালয়ে যোগদানের পর থেকে প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যাবলি বেগবান করার জন্য মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৭ নভেম্বর, ২০২০ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ পরিদর্শন করেন এবং নেপ-এর কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলমকে নেপ ক্যাম্পাসে স্বাগত জানাচ্ছেন নেপ মহাপরিচালক মোঃ শাহ আলম

সচিব মহোদয়ের সাথে জনাব মোঃ জোবায়েদুর রহমান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধ্যাপক ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান, সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম) এনসিটিবি মতবিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সচিব মহোদয়কে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) - এ ফুলেল শুভেচ্ছা জানান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও নেপ মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম। এ সময় তার সাথে ছিলেন নেপ-এর পরিচালক জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব দিলরুবা আহমেদ প্রমুখ। নেপ-এ অবস্থানকালে তিনি মাঠপর্যায়ের শিক্ষক প্রতিনিধি, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা প্রতিনিধি, পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর প্রতিনিধি ও ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর প্রতিনিধিগণের সাথে মতবিনিময় করেন এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য যার যার অবস্থান থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য নির্দেশনা দেন। উল্লেখ্য, পরিদর্শনকালে তিনি নেপ-এ চলমান নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষকগণের ওরিয়েন্টেশন কোর্স- এর উদ্বোধন করেন।

মাস্ক পরিধান বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রম

চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস মহামারির কারণে মানব সভ্যতা এক অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। এই ভাইরাস প্রতিরোধের কার্যকর উপায় এখনো উদ্ভাবিত হয়নি। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ সংক্রমণ রোধে আগাম প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের ওপর জোর দিচ্ছেন। এসব ব্যবস্থার মধ্যে হাত ধোয়া ও মাস্ক পরিধান অন্যতম। বাংলাদেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ধরা পড়ার পর এখনো মাস্ক পরেন না এই রকম মানুষের সংখ্যাই বেশি। প্রকাশ্য স্থানে মাস্ক পরার জন্য সরকারি নির্দেশনা থাকলেও বাংলাদেশে তা মানা হচ্ছে কমই। বাংলাদেশে মাস্ক পরার প্রবণতা কম হওয়ার একটা বড় কারণ সচেতনতার অভাব। সেই সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন কর্তৃক মাস্ক পরিধান সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

নেপ কর্মকর্তা কর্মচারীদের সচেতনতামূলক মাস্ক পরিধান কার্যক্রম

'স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক পরি, করোনা বিস্তার রোধ করি' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত 'মাস্ক পরিধান বিষয়ক সচেতনতা' কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা গত ২৮ জুলাই ২০২০ তারিখে সকাল ১১টায় নেপ ক্যাম্পাসে এ কর্মসূচি পালন করেন।

করোনাকালে পিটিআই পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন ক্লাস

করোনাকালে পিটিআই পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন ক্লাস কার্যক্রম উদ্বোধন

করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে গত ১৭ মার্চ হতে বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে, যার ফলে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পাঠদান কার্যক্রমে অংশ নিতে পারছে না। বিদ্যালয় বন্ধ থাকার ফলে শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি তৈরি হচ্ছে অনেক শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এই আশঙ্কা করছেন। করোনাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের এই শিখন ঘাটতি কমানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ইতোমধ্যে 'ঘরে বসে শিখি' শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান বাংলাদেশ সংসদ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে সম্প্রচার শুরু করেছে। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও তৎসংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়সমূহেও এই করোনা ভাইরাসের কারণে গত ১৭ মার্চ হতে পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। পিটিআই প্রশিক্ষণার্থীদের শিখনে সহায়তার করার জন্য নেপ মহাপরিচালকের নির্দেশক্রমে গত জুলাই থেকে পিটিআইভিত্তিক অনলাইন ক্লাস শুরু হয়েছে। পরে পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিখন কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার জন্য নেপ মহাপরিচালক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য গত ০১ সেপ্টেম্বর থেকে সারা দেশের ৬৭টি পিটিআই-এর পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিশুদের জন্য প্রথমবারের মতো অনলাইনে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও নেপ মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপসচিব ও নেপ-এর পরিচালক জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, ময়মনসিংহ পিটিআই-এর সুপারিনটেনডেন্ট জনাব মোঃ রকিবুল ইসলাম তালুকদার, মুন্সিগঞ্জ পিটিআই-এর সুপারিনটেনডেন্ট জনাব দিল আফরোজ খানম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরাও অনলাইনে শ্রেণি কার্যক্রম নিয়ে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নেপ-এর সহকারী বিশেষজ্ঞ জনাব নিশাত জাহান জ্যোতি।

উল্লেখ্য, তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন ৩০ মিনিট করে দুটি ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। পিটিআই পরীক্ষণ বিদ্যালয়গুলো যেহেতু জেলা সদরে অবস্থিত এবং শিক্ষার্থীদের অভিভাবকবৃন্দ সচেতন এবং সচ্ছল, সে বিবেচনায় পিটিআই-সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের এই অনলাইন শ্রেণি কার্যক্রম চালু করা হয়।

ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন-এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ

একদিকে করোনা অন্যদিকে এগিয়ে যাওয়া প্রযুক্তি। এই দুই-এর সাথে সমন্বয় সাধন করে এবার প্রকাশ করা হলো ডিপ্লোম ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড)-এর ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের চূড়ান্ত ফলাফল। গত ৪ অক্টোবর ২০২০ খ্রি. তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন এই ফলাফল ঘোষণা করেন। একই তারিখে সকাল ১১:০০টায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব) এই ফলাফল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের নিকট হস্তান্তর করেন।

২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের ১৪ হাজার ৭৩১জন শিক্ষার্থী ডিপিএড চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। গত বছরের ডিসেম্বরে তাদের ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তবে করোনা মহামারির জন্য এ বছরের ১৭ মার্চ থেকে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় ৬৭টি পিটিআই-এর ইনস্ট্রাক্টরগণ এসব শিক্ষার্থীদের অনলাইনে প্রয়োজনীয় সহাযোগিতা দেন। এছাড়াও বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষার্থীর মৌখিক পরীক্ষা অনলাইনে নেয়া হয়। ডিপিএড শিক্ষার্থীদের ফলাফল শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে প্রেরণের মধ্য দিয়ে দেশে প্রথমবারের মতো মোবাইল এসএমএস'র মাধ্যমে অনলাইনে ফলাফল প্রকাশ করেছে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)। ফলাফল পরীক্ষার্থীদের মোবাইলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চলে যায়। ডিপিএড শিক্ষার্থীদের ফলাফল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের মোবাইলে এসএমএস দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করার প্রয়োজন ছিল না এমনকি এসএমএস চার্জও লাগেনি। এছাড়াও নেপ-এর ওয়েবসাইট, ফেইসবুক পেজ ও পিটিআইগুলোর ফেইসবুক পেজে এই ফলাফল প্রকাশিত হয়। এবছর পাশের হার ৯৮.৪২%।

রেডিও প্রোগ্রাম 'ঘরে বসে শিখি'-এর অডিও কন্টেন্টের ফলপ্রসূতা যাচাই

ক্ষুদ্র এক ভাইরাস থমকে দিয়েছে বিশ্বব্যাপী মানুষের স্বাভাবিক জীবন। দুঃস্বপ্নের মতোই শোনায়, কিন্তু সারাবিশ্বের আজ প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাকার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। শ্রেণিকক্ষগুলোতে ঝুলছে তালা, বাজে না আর বিদ্যালয়ের ঘন্টা। করোনা ভাইরাসের কারণে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ। ফলে বন্ধ রয়েছে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম। কারোনাকালীন প্রাথমিক শিক্ষাকার্যক্রম সচল রাখার নিমিত্তে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর 'ঘরে বসে শিখি' টেলিভিশন প্রোগ্রাম চালু করেছে। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্য বিষয়সমূহের পূর্বে ধারণকৃত পাঠ প্রচার করা হয়। প্রোগ্রামটি প্রথমে সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হতে শুরু করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস, ২০১৯) তথ্য মতে, বাংলাদেশে প্রায় ৫০.৬% ঘরে টেলিভিশন সুবিধা রয়েছে। সব শিক্ষার্থীকে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বিকল্প ভাবনা শুরু করে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাল্টিপল ইনডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভের (বিবিএস, ২০১৯) তথ্য মতে, মাত্র ০.৬% ঘরে রেডিও আছে এবং ৯৫% ঘরে মোবাইল ফোন রয়েছে। মোবাইল ফোনে বিল্ড-ইন-অ্যাপস হিসেবে রেডিও শোনার সুবিধা রয়েছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর টেলিভিশন প্রোগ্রামের পাশাপাশি 'ঘরে বসে শিখি রেডিও প্রোগ্রাম চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

ঘরে বসে শিখি: রেডিও প্রোগ্রাম-এর সাহায্যে এক অভিভাবক তার সন্তানকে পড়াচ্ছেন

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি, গণিত এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের ওপর ২০ অক্টোবর, ২০২০ তারিখ থেকে 'ঘরে বসে শিখি' রেডিও প্রোগ্রামের শুরু। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য এই ধরনের দূরশিক্ষণ কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা নতুন। তাই রেডিওতে প্রচারিত কন্টেন্টসমূহ কতটা ফলপ্রসূ, সেটা জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই উপলব্ধি থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-কে 'ঘরে বসে শিখি' রেডিও প্রোগ্রামের কন্টেন্টসমূহের ফলপ্রসূতা যাচাইয়ের জন্য একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার নির্দেশনা প্রদান করে। সেই নির্দেশনা মোতাবেক নেপ অক্টোবর, ২০২০ Efficacy of Audio Contents of "Ghore Boshe Shikhi" Radio Programme: A Review শিরোনামে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। গবেষণাটি সম্পাদনে UNESCO ও a2i প্রকল্পের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন। বাংলাদেশে এর আগে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেনি।

নেপ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমটি ছিল একটি গুণগত গবেষণা (Qualitative Research)। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সময় রেডিওতে প্রচারিত অডিও কন্টেন্টের প্রাসঙ্গিকতা (Relevance), অভিগম্যতা (Access), দক্ষতা (Efficiency) এবং কার্যকারিতা (Effectiveness)- এই চারটি বিষয় বিবেচনা করা হয়। গবেষণার প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তার বিবেচনায় তথ্য-উৎস হিসেবে ৩৪টি রেকর্ডকৃত অডিও এবং সংশ্লিষ্ট অডিও স্ক্রিপ্ট সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া প্রতিটি শ্রেণির জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৬জন করে মোট ৩০জন বালক-বালিকাকে শহর, গ্রাম এবং দূরবর্তী অঞ্চল থেকে নির্ধারণ করে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর সংগৃহীত পরিমাণগত (Quantitative) এবং গুণগত (Qualitative) তথ্যসমূহকে পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়।

তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে গবেষণা দল 'ঘরে বসে শিখি' রেডিও প্রোগ্রামের অডিও কন্টেন্টের ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার জন্য কতগুলো সুপারিশ নির্ধারণ করে। সেগুলো হলো-

১) কন্টেন্ট প্রণেতা, বিষয়-বিশেষজ্ঞ ও ভেলিডেশন টিমের সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

২) বাংলাদেশ বেতার এবং কমিউনিটি রেডিওর কভারেজ সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা, যাতে সকল জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন থেকে রেডিও শোনা যায়;

৩) মোবাইল নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেটের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

৪) ইন্টারনেট চার্জ কমানো বা ফ্রি করে দেওয়া;

৫) শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্টজনদের মাঝে এই প্রোগ্রামের বিষয়ে প্রচারণা বৃদ্ধি করা;

৬) রেডিওতে বিষয়ভিত্তিক পাঠ প্রচারের সময় সীমা কিছুটা বৃদ্ধি করা।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) কর্তৃক সম্পাদিত এই গবেষণাটি বাংলাদেশের রেডিওভিত্তিক দূরশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এই গবেষণায় প্রাপ্ত সুপারিশের ওপর নির্ভর করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর চলমান 'ঘরে বসে শিখি' রেডিও প্রোগ্রামের অডিও কন্টেন্টের ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করতে পারবে। একই সাথে সরকারি ও বেসরকারিভাবে রেডিওভিত্তিক দূরশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এই গবেষণাটি একটি গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে। এছাড়া গবেষণার সুপারিশসমূহ শ্রেণিশিক্ষক থেকে শুরু করে শিক্ষা-গবেষকসহ সকল অংশীজনকে রেডিওভিত্তিক দূরশিক্ষণ বিষয়ে নতুনভাবে চিন্তা করার সুযোগ করে দিয়েছে। গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে 'ঘরে বসে শিখি' কার্যক্রমের মান উন্নয়নসহ প্রান্তিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিকট পৌঁছানোর উপযোগিতা সৃষ্টির ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

ড. মোহাম্মদ রুহুল আমীন (উপসচিব)-এর ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান

ড. মোহাম্মদ রুহুল আমীন বিগত ২৩ জুলাই ২০২০ খ্রি. তারিখে ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ হিসেবে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ-এ যোগদান করেন। তিনি ১৭তম বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডারে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ খ্রি. তারিখে আজমিরিগঞ্জ, হবিগঞ্জ-এ যোগদান করেন। এরপর তিনি বিভিন্ন উপজেলায় উপজেলা মৎস্য অফিসার ও সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অক্টোবর ২০১৬ খ্রি. হতে জুন ২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত তিনি উপপ্রকল্প পরিচালক হিসেবে সিলেট বিভাগে মৎস্য প্রকল্পে কাজ করেন। ১ জুলাই ২০১৮ খ্রি. হতে ২৩ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত তিনি নেত্রকোণা জেলার জেলা মৎস্য অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২৪ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি. তারিখে তিনি উপসচিব হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। ২৭ ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৯ সালে তিনি পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। সেখানে উপসচিব হিসেবে সাধারণ ও সমন্বয় অনুবিভাগ এবং সর্বশেষ প্রশাসন-৩ অধিশাখার দায়িত্ব পালন করেন, এছাড়া তিনি পরিকল্পনা বিভাগের বাজেট অনুশাখার অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। ক্যাডার সার্ভিসে যোগদানের পূর্বে তিনি এনজিও (ব্র্যাক), ময়মনসিংহ মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (ফিশারিজ) হিসেবে চার বৎসরের অধিক সময় চাকুরি করেন।

তিনি ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ হতে বিএসসি ফিশারিজ (অর্নাস) এবং ১৯৯০ সালে এমএসসি (অ্যাকুয়াকালচার এন্ড ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২০১১ সালে ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিষয়ে ডক্টরেট (পিএইচ, ডি) ডিগ্রি লাভ করেন।

চাকরি জীবনে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে তিনি চীন, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড সফর করেন। ড. মোহাম্মদ রুহুল আমীন ১ জানুয়ারি ১৯৬৮ খ্রি. তারিখে ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক।

জনাব মনোয়ারা বেগম-এর বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান

জনাব মনোয়ারা বেগম ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এ বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান করেন। বিশেষজ্ঞ পদে যোগদানের পূর্বে তিনি ২০০০ সালের ১২ এপ্রিল থেকে এই প্রতিষ্ঠানে সহকারী বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯২ কুড়িগ্রাম পিটিআই-এ ইনস্ট্রাক্টর (সাধারণ) হিসেবে যোগদান করে তিনি তার সরকারি চাকরি জীবন শুরু করেন। এরপর যথাক্রমে কিশোরগঞ্জ পিটিআই এবং ময়মনসিংহ পিটিআই-এ কর্মরত ছিলেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসহ স্নাতক (বাংলা) এবং মাস্টার ডিগ্রি লাভ করেন। রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিএড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএড ডিগ্রি লাভ করেন। পেশাগত দায়িত্বপালন ও দক্ষতা অর্জনের অংশ হিসেবে তিনি নরওয়ে এবং ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি চাকুরি জীবনের শুরু থেকে প্রাথমিক স্তরের বাংলা বিষয় নিয়ে অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করেন। তিনি পিটিআই-এর প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ডিপিএড প্রোগ্রামের বাংলা শিক্ষণবিজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান পুস্তকের একজন অন্যতম লেখক এবং প্রশিক্ষণের মাস্টার ট্রেইনার। এনসিটিবির সাথেও তিনি প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় সংশ্লিষ্ট কাজ করেছেন। এই কাজ করার সুবিধার্থে তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং প্রশিক্ষণ কোর্সে সহায়ক হিসেবে কাজ করেন। তিনি দুজন কন্যা সন্তানের জননী। তার নিজ জেলা গাইবান্ধা।

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম-এর সহকারী বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ০৫ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ-এ সহকারী বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান করেন। নেপ-এ যোগদানের পূর্বে তিনি সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট (চলতি দায়িত্ব) হিসেবে পিটিআই সুনামগঞ্জ-এ কর্মরত ছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি দু'দফায় (২০০৪ খ্রি. হতে ২০১২ খ্রিস্টাব্দ এবং ২০১৬ খ্রি. হতে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত) নেপ-এ কর্মরত ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে পাবনা পিটিআইতে ইনস্ট্রাক্টর (কৃষি) হিসেবে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি পিটিআই ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, সিরাজগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ঠাঁকুরগাও এবং পঞ্চগড়-এ ইনস্ট্রাক্টর (কৃষি) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জনাব ইসলাম বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি (এজি) অনার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ হতে বিএড এবং এমএড ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাজ্যের Lancaster University GilInstitute of Language Education হতে ইংরেজি শিখন-শেখানোর পদ্ধতি ও কৌশল এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ইংরেজি বিষয়ের পুস্তক লিখন কৌশলের ওপর ১০ মাসব্যাপী নিবিড় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি ভারত হতে কম্পিউটারের ওপর ৪০দিনব্যাপী 'অটোমেশন' প্রশিক্ষণ এবং শ্রীলংকা হতে 'প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ' বিষয়ের উপর মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত করেন। তিনি পিটিআই প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য লিখিত সি-ইন-এড এবং ডিপিএড প্রোগ্রামের ইংরেজি পুস্তক রচনার অন্যতম লেখক এবং মাস্টার ট্রেইনার। তিনি বিষয়ভিত্তিক ইংরেজি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালেরও প্রধান লেখক হিসেবে দু'দফায় কাজ করেছেন। তিনি নেপ-এ কর্মরত থাকাকালে বিভিন্ন কোর্সের সমন্বয়ক এবং তথ্যপত্র প্রণেতা হিসেবে কাজ করেছেন। নেপ গবেষকবৃন্দের সাথে তিনি অনেক গবেষণা কর্মও সম্পাদন করেছেন। তিনি এক পুত্র এবং এক কন্যা সন্তানের জনক। তার নিজ জেলা ময়মনসিংহ।

জনাব পল্লব কুমার দাশ-এর সহকারী বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান

জনাব পল্লব কুমার দাশ গত ০৯ নভেম্বর ২০২০ খ্রি. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ-এ সহকারী বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯২ সালে ইনস্ট্রাক্টর (চারু ও কারুকলা) পদে নীলফামারী পিটিআইতে প্রথম যোগদান করেন। তিনি কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, আলীগঞ্জ ও ময়মনসিংহ পিটিআইতে চাকুরি করেছেন। অক্টোবর, ২০২০ খ্রি. তারিখে সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে (চলতি দায়িত্ব) নেত্রকোণা পিটিআইতে যোগদান করেন। তিনি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর শিক্ষা সপ্তাহ এবং বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফুটবল টুর্নামেন্ট-এর প্রচ্ছদ এবং পোস্টার ০৪ বছর যাবত নিয়মিতভাবে করছেন। চারুকলার বিভিন্ন শাখায় তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তার জন্ম ০৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ খ্রি. ময়মনসিংহ শহরে। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত এবং এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক।

জনাব মুহাম্মদ মোখলেছ উদ্দিন-এর সহকারী বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান

জনাব মুহাম্মদ মোখলেছ উদ্দিন গত ১৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখ সহকারী বিশেষজ্ঞ হিসেবে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ-এ যোগদান করেন। নেপ-এ যোগদানের পূর্বে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে মাগুরাতে কর্মরত ছিলেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০০৫ সালের ১০ জানুয়ারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু করেন এবং বিভিন্ন উপজেলায় সততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভূতত্ত্ব বিষয়ে অনার্সসহ মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০১৮ সালে কিশোরগঞ্জ সদরে উপজেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়ে মাস্টার কোর্সে অধ্যয়নের লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যে গমন করেন এবং সফলতার সাথে University of the West of Scotland, UK হতে Master of Science in Education (Inclusive) সম্পন্ন করেন। যুক্তরাজ্যে অধ্যয়নকালে ২০১৮ সালে তিনি সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং কোর্স সমাপনান্তে মাগুরা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে যোগদান করেন। তিনি ২৪ নভেম্বর ১৯৭৭ সালে ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত আঠারবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।

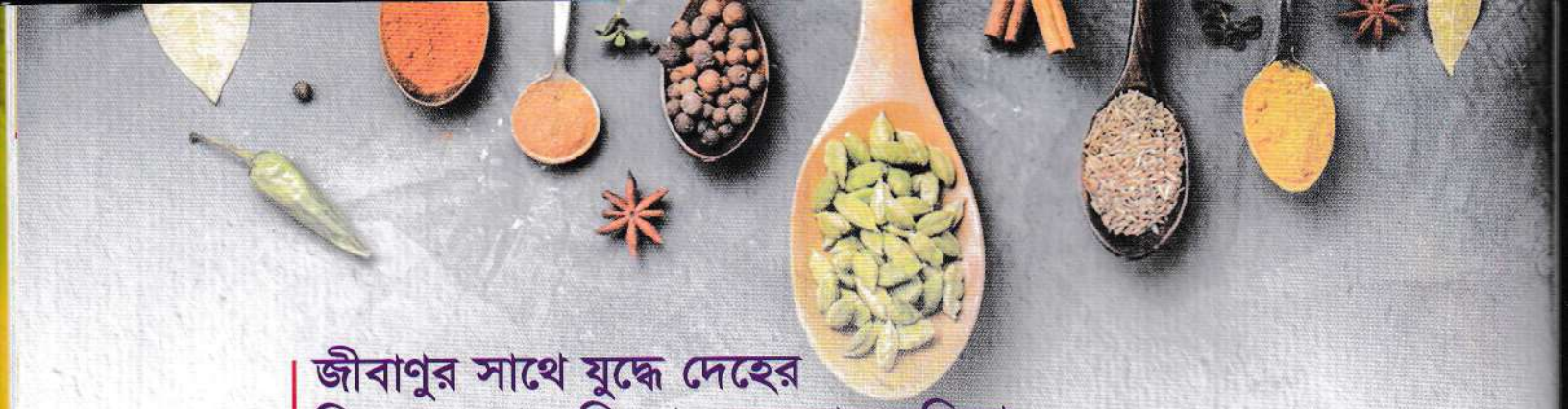

জীবাণুর সাথে যুদ্ধে দেহের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ভূমিকা

মনোয়ারা বেগম, বিশেষজ্ঞ, নেপ

আমরা জানি যে, বাইরের কিংবা ভেতরের শত্রু থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে। আমাদের দেহ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্যেও মহান স্রষ্টা তেমনি একটি সুসংহত ও কার্যকর নিরাপত্তা ব্যবস্থা দিয়ে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর সেটিই হচ্ছে ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের রক্তের মধ্যে তিন ধরনের সেল বা কোষ রয়েছে- লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও অনুচক্রিকা। লোহিত কণিকার কাজ হলো অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিবহন করা। অনুচক্রিকার কাজ হলো কোনো জায়গা কেটে গেলে সেখানে রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করা, যাতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হতে না পারে। শ্বেত কণিকার কাজ হলো, দেহের রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও সহায়তা করা। মূলত শ্বেত কণিকাই হলো আমাদের দেহের আসল প্রতিরক্ষা বাহিনী। শরীরে কোনো জীবাণু প্রবেশ করার সাথে সাথে সেগুলোকে বিভিন্ন উপায়ে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয় রক্তের শ্বেত কণিকা। আমাদের ইমিউন সিস্টেম মূলত কাজ করে স্বয়ংক্রিয় ও স্বনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে। যেমন- আমাদের হাড় ভেঙে গেলে কিংবা শরীরে কোনো জায়গা কেটে গেলে আমরা চিকিৎসা গ্রহণ করি। মনে করি শুধু ঔষধেই আমরা ভালো হয়ে গেলাম। কিন্তু আসলে কী ঘটে? যখন কোনো স্থান কেটে যায় তখন কাটা অংশ দিয়ে অনেক জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। সেগুলোকে ধরে ফেলার জন্য সাথে সাথে তখন সেখানে ছুটে যায় নিউট্রোফিল (রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী শ্বেত কণিকা) এবং সেগুলোকে ধ্বংস করে। নিউট্রোফিল অযাচিত জীবাণু ধরে ধরে খেয়ে নিচ্ছে, জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিদিন যুদ্ধ করে আমাদের রক্ষা করছে। একই সাথে ভিটামিন সি দেহে কোলাজেন টিস্যু তৈরি করে ক্ষতস্থান মেরামত করে। আবার যখন নিউট্রোফিল যুদ্ধে পরাজিত হয়, তখনই আমাদের ইনফেকশন হয়। সাদা পুঁজ হয়। এই পুঁজ শরীরের মৃত নিউট্রোফিল। এত শক্তিশালী কার্যকরী আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরক্ষা বাহিনী আছে কিন্তু আমাদের অধিকাংশ মানুষেরই ধারণা বিদেশি ডাক্তার বহুজাতিক কোম্পানির চড়া দামের ঔষধ আর বিশেষায়িত হাসপাতাল ছাড়া আমাদের পক্ষে সুস্থ থাকা সম্ভব নয়। আসলে এরা রোগ নিরাময়ে সহায়ক শক্তিমাত্র। সুস্থ থাকার মূল দায়িত্ব আমাদের এবং আমরাই যদি আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে পারি, তাহলে সুস্থ দেহের অধিকারী থাকতে পারব সবসময়।

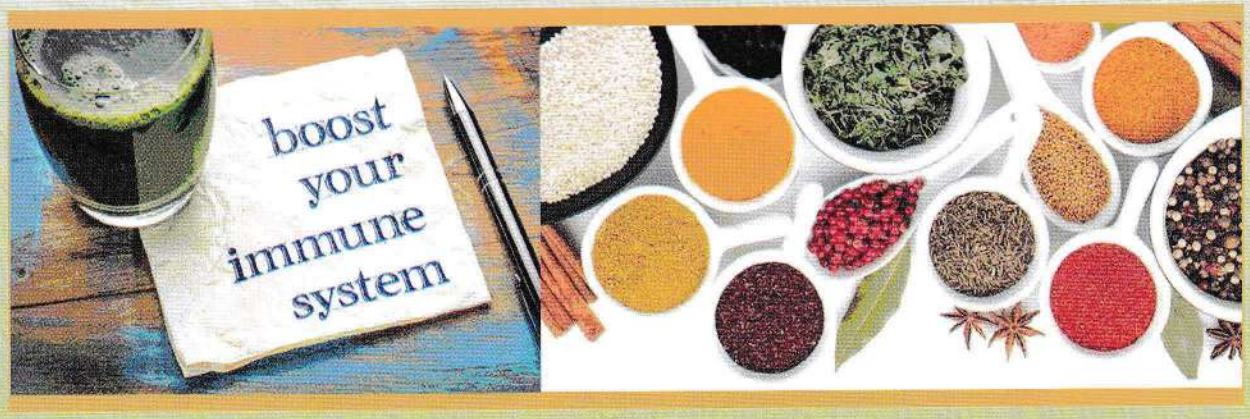

প্রশ্ন আসতে পারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত হয়ে যায় কখন? এককথায় এর উত্তর হলো অবৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস, অসুস্থ জীবানাচার, দুশ্চিন্তা এবং আতঙ্কের কারণে। ফাস্ট ফুড রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর কী রকম প্রভাব ফেলে তা উঠে এসেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পুষ্টি জার্নালে প্রকাশিত পাশ্চাত্য ডায়েট সম্পর্কিত এক গবেষণায়। সেখানে বলা হয়েছে, ফাস্টফুড ও প্রক্রিয়াজাত খাবার বেশি বেশি খাবার ফলে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বহুতর স্বাস্থ্য সমস্যা- এলার্জি, ইনফেকশন আর প্রদাহ তার অন্যতম। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের অনকোলজি বিভাগের প্রধান ড. জাফর মাসুদের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। এখন বাংলাদেশে বয়স্কদের তুলনায় তরুণরা ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে বেশি। এর একটি বড় কারণ তরুণদের খাদ্যাভ্যাস। চিনি এবং চিনিজাত খাবারও রোগ প্রতিরোধে বাধা দেয়। একটি ল্যাব পরীক্ষায় দেখা গেছে চিনি হোয়াইট ব্লাড সেলের কার্যক্রমকে ব্যাহত করে।

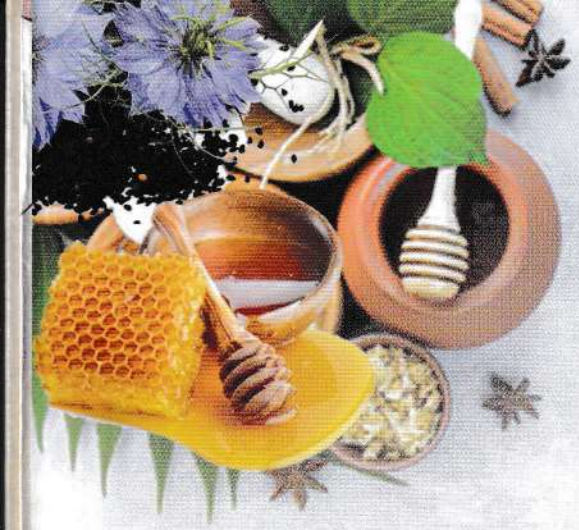

আর হোয়াইট ব্লাড সেল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়ায়। তাছাড়া অন্যান্য গবেষণায় দেখা গেছে রক্তে উচ্চ মাত্রায় চিনি ইনফেকশন এবং অন্যান্য জটিলতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে শুধু চিনিকে এ তালিকার একমাত্র দায়ী হিসেবে ভাবলে ভুল হবে। সাদা চাল, সাদা ময়দা ইত্যাদি যেসব প্রক্রিয়াজাত শর্করা আমরা প্রতিদিন খাই তাও কিন্তু প্রকারান্তরে চিনিই। তাহলে কী খাব? কয়েকটি প্রাকৃতিক খাবারের কথা বলতে চাই সেগুলো যুগের পর যুগ মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবার কারণ হিসেবে কাজ করছে।

ক) রসুন : রসুন রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। রসুনের ছোট ছোট কোয়ার ভেতরে রোগ প্রতিরোধের এতো অসাধারণ ক্ষমতা লুকিয়ে রয়েছে যে তিন হাজার বছর আগে গ্রিক চিকিৎসক হিপোক্রেটাস (যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক বলা হয়) পর্যন্ত তার রোগীদের সুস্থ থাকার জন্য প্রতিদিন একটা কোয়া রসুন খেতে বলতেন।

রসুনের উপকার পেতে হলে রসুন খেতে হবে কাঁচা। কারণ রান্না করলে বা শুকালে রসুনের সালফার এনজাইমগুলো কমে যায়। আর এই সালফারের ভেতরেই থাকে রসুনের এন্টিবায়োটিক প্রভাব।

খ) কালোজিরা, মধু ও প্রাকৃতিক খাদ্য : কালোজিরার ঔষধি গুণের সন্ধান মানুষ পেয়েছে আজ থেকে অন্তত দুই হাজার বছর আগে। মধু প্রসঙ্গে সূরা আল-নহলের আয়াত ৬৯-এ বলা হয়েছে, 'মৌমাছির উদর থেকে নিঃসৃত হয় বর্ণিল পানীয়। এতে মানুষের জন্য রয়েছে নিরাময়।' আর হাদিসে এসেছে , 'তোমরা এই কালোজিরা ব্যবহার করবে। কেননা এতে মৃত্যু ছাড়া সব রোগের প্রতিষেধক রয়েছে।' এছাড়া আদা কুচি, টক দই, লেবু, ক্যাপসিকাম, পালংশাক, ব্রোকোলি, কাঁচা বা পাকা পেঁপে মৌসুমি ও দেশি যে কোনো টক ফল আর গ্রিন লিকার টি এবং প্রচুর পরিমাণে পানি পান মূলত রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে চাঙা রাখতে সব সময় সহায়তা করে। প্রাকৃতিক এসব খাবারের পাশাপাশি দরকার ভালো ঘুমের। গবেষণায় দেখা গেছে ঘুম কম হলে সাইটোকিন্স নামের এক ধরনের প্রোটিন দেহে বেশি উৎপন্ন হয়। আর দেহে ইনফেকশন ও প্রদাহ বাড়াতে এই সাইটোকিনসের ভূমিকা আছে। কিন্তু এখন ঘুমের একটা বড় শত্রু হলো সোস্যাল মিডিয়া এবং ইন্টারনেটকেন্দ্রিক আসক্তি। রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধের শক্তি এভাবেই কমে যাচ্ছে। ভালো ঘুম নিশ্চিত করতে মেডিটেশন-এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন আমাদের দেহে প্রতিনিয়ত ক্যান্সার সেল তৈরি হচ্ছে। কিন্তু তা টিউমারে রূপ নেয়ার আগেই আমাদের ইমিউন সিস্টেম সেগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ক্যান্সার তখনই হয় যখন ইমিউন সিস্টেম নিষ্ক্রিয় বা অবদমিত থাকে এবং প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে।

আর এটি ঘটে তখনই যখন ক্রমাগত মানসিক অশান্তি, অস্থিরতা ও স্ট্রেসের কারণে ইমিউন সিস্টেমের ওপর থেকে মস্তিষ্ক তার স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ হারায়। অন্যদিকে সুখানুভূতি ও মনের প্রশান্ত অবস্থা এবং নিয়মিত মেডিটেশন আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে সংহত করে তোলে। এর কার্যকারিতা বাড়ায়। দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ফলে কর্টিসল নামের এক ধরনের স্ট্রেস হরমোন নির্গত হয় শরীর থেকে। আর এই স্ট্রেস হরমোন দেহের টি সেলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। টি সেল হচ্ছে সেসব সেল যা দেহে কোনো ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস আঘাত হানলে তার সতর্কতা ব্রেনে পাঠায়। এছাড়া কর্টিসল এন্টিবডি আইজিএর নিঃসরণও কমিয়ে দেয়। আইজিএ হচ্ছে সেই এন্টিবডি যা পাকস্থলী ও ফুসফুসের গায়ে অবস্থান করে কোনো ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস যদি দেহকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয় তো তার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তুলে। দুশ্চিন্তা আতঙ্ক ভয় কীভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় তার একটি গবেষণা করেছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। মেডিকেল প্রথম বর্ষের ৪৯জন ছাত্র-ছাত্রীকে তারা বেছে নেন। পরীক্ষার এক মাস আগে যখন পরীক্ষা নিয়ে তাদের উদ্বেগ টেনশন কিছুটা কম তাদের দেহ থেকে রক্তের স্যাম্পল নিয়ে দেখা যায় তাতে টি সেলের পরিমাণ এবং সক্রিয়তা বেশ ভালো। কিন্তু প্রথম বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষার সময় স্যাম্পল নেয়া হলে দেখা গেল টি সেলের পরিমাণ এবং সক্রিয়তা দুটোই কম। এ থেকেই বিজ্ঞানীরা মনে করছেন উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় থাকলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

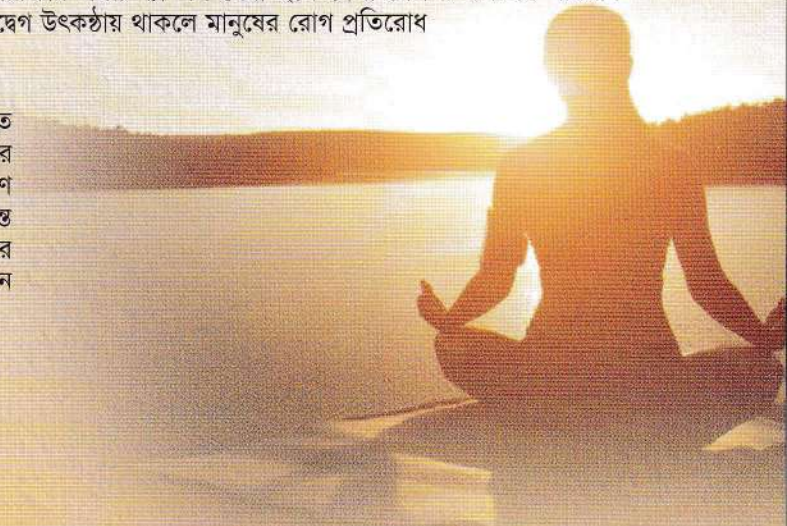

দুশ্চিন্তা ভয় আতঙ্কের উৎস কিন্তু আমাদের মন। আমরা দেখতে পাই কোনো ঘটনা কাউকে আতঙ্কগ্রস্ত করে আবার কারো ওপর কোনো প্রভাবই ফেলে না। পার্থক্য হচ্ছে একজন মন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন আর একজন পারেন না। মনকে স্থির ও প্রশান্ত করার জন্য প্রয়োজন মেডিটেশন। দিনে দুবার আধা ঘন্টা করে মেডিশেন ব্যক্তিকে অনেক প্রশান্ত ও স্থির করে এবং দেহের ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী হয়।

একনজরে প্রশিক্ষণ সংবাদ

নেপ প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও নবতর ধ্যান-ধারণা বিস্তরণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রথমার্ধে রাজস্বখাতে বাস্তবায়নকৃত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক্রম	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার নাম	খাত	ব্যাচ সংখ্যা	মেয়াদ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১.	'ভার্চুয়াল মিটিং ম্যানেজমেন্ট ফর নেপ পার্সনেল' শীর্ষক অনলাইন প্রশিক্ষণ	রাজস্ব	২	২২-২৩ জুলাই, ২০২০ ২৮-২৯ জুলাই, ২০২০	৪৬ জন
০২.	পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের অফিস এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ	রাজস্ব	২	২৩-২৭ আগস্ট ২০২০	৪০ জন
০৩.	পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর ও কম্পিউটার অপারেটরগণের ডিপিএড সফটওয়্যার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ	রাজস্ব	৪	১৩-১৫ অক্টোবর ২০২০	১৩৪ জন
০৪.	উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ	রাজস্ব	২	২৪-২৯ অক্টোবর ২০২০	৬০ জন
০৫.	পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের সুশাসন বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ	রাজস্ব	১	০৪-০৬ নভেম্বর ২০২০	৬৭ জন
০৬.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ কোর্স	রাজস্ব	১	০৭-২১ নভেম্বর ২০২০	৪০ জন
০৭.	পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণের বিষয়ভিত্তিক (বাংলা) দক্ষতা ও শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ	রাজস্ব	২	২৬ নভেম্বর-০৩ ডিসেম্বর ২০২০ ০৫-১২ ডিসেম্বর ২০২০	৮০ জন
০৮.	পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণের বিষয়ভিত্তিক (ইংরেজি) দক্ষতা ও শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ	রাজস্ব	২	১৩-২১ ডিসেম্বর ২০২০	৮০ জন

Web : www.nape.gov.bd, E-mail : language.nape@gmail.com
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর ভাষা অনুষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
মুদ্রণ : কোরায়শী প্রাঙ্গণ, ময়মনসিংহ। ফোন : ০৯১ ৬৪০০১, মোবাইল : ০১৭১১ ১৭১ ৬৭৩